## ৩.১ ইডকল

ইডকল অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর উদ্যোগে ১৯৯৭ সালের ১৪ মে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানীলিমিটেড (ইডকল) এর যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠানটি ৫ জানুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে একটি অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবন্ধন লাভ করে। ইডকল বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত অবকাঠামো উন্নয়ন ও নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্প/কর্মসূচিতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। ইডকলের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ও নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচিতে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং এর মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

শুরু থেকেই এটি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ও নবায়ন যোগ্য শক্তি কর্মসূচি অর্থায়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রতিষ্ঠার এক দশকের মধ্যেই ইডকল দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে অর্থায়নের শীর্ষ স্থানে নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সাল পর্যন্ত ইডকলের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাড়ায় ৭,৭৫৪ কোটি টাকা যার মধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে ৪,৯৬৫ কোটি, বিদ্যুৎখাতে ২,১৭৫ কোটি, টেলিকমিউনিকেশন খাতে ৪২৫ কোটি, সামাজিক অবকাঠামো খাতে ১৫৬ কোটি এবং অন্যান্য খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩০৩ কোটি টাকা। এছাড়াও ইডকল নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে এ পর্যন্ত প্রায় ১,০১৫ কোটি টাকারও বেশি অনুদান বিতরণ করেছে। সরকারের অগ্রাধিকার ভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগের ধারা অব্যাহত রেখে বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে যথা বিদ্যুৎ, তথ্যপ্রযুক্তি, ট্যুরিজম, যোগাযোগব্যবস্থা, বন্দও প্রভৃতি খাতসমূহে ২০১৮ সালের মধ্যে আরো ৭,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্য মাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে অবদানের জন্য ইডকল স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন স্বীকৃতি পেয়েছে। ইডকলের সোলার হোমসিস্টেম কর্মসূচী বর্তমানে বিশ্ববাসীর কাছে একটি মডেল। এ কর্মসূচীর আওতায় ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪১ লক্ষেরও অধিক সোলার হোমসিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে যার মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১৩৬ মেগাওয়াট। এর ফলে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যুতবিহীন এলাকায় প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ লোক বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে যা দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১১ ভাগ।

এছাড়া, ২০১৬ সাল পর্যন্ত ইডকলে ৪৪,৫০০টি বায়োগ্যাসপ্লান্ট, ১২ লক্ষ উন্নতচুলা, ৬০৭টি সৌর বিদ্যুৎচালিত সেচপাম্প, ৯টি সৌরবিদ্যুৎ চালিত মিনিগ্রীড, ১০টি বায়োগ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎপ্রকল্প এবং ৯৮টি সৌরবিদ্যুৎভিত্তিক টেলিকম টাওয়ার স্থাপনে অর্থায়ন করেছে। বিকল্প বিদ্যুৎখাতে এই বিনিয়োগ অদূর ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক জ্বালানী ও বিদ্যুৎখাতের আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশকে আরও সুসংহত করছে। ইডকলের এ সকল কার্যক্রম দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে।

তবে, সাম্প্রতিক সময়ে মূলতঃ বাজার সংকোচন এবং স্থানীয় পর্যায়ে অননুমোদিত ও নিম্নমানের সিস্টেম সরবরাহের সাথে অসম প্রতিযোগিতার কারনে সোলার হোম সিস্টেম কর্মসূচীর অধীনে কর্মরত সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবসায়িক মন্দার সম্মুখীন হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই ইডকল একটি আর্থিকভাবে লাভবান প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এটি স্বল্পসংখ্যক সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি যারা নিয়মিত সরকারকে মুনাফা হতে লভ্যাংশ প্রদান করে আসছে। ইডকল ১৯৯৭ সালে মাত্র ১ লক্ষ টাকার পরিশোধিত মুলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল যা বর্তমানে ৫০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

২০১৬ অর্থ বছওে ইডকলের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহঃ

- বছর শেষে মোট সম্পদেও পরিমাণ দাড়ায়৭,৩০২ কোটি টাকা।
- ইডকলের সার্বিক ঋণ আদায়েরহার ৯০.৬%।
- শ্রেণীকৃত ঋণের হার ৯.৪%। মূলতঃসোলার হোমসিস্টেম কর্মসূচীর অধীনে সাম্প্রতিক মন্দাজনিত কারণে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতা এবং চলমান মামলাসমূহের বিপরীতে বিলম্বিত আদায় ইত্যাদি শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধিও মূল কারণ। শ্রেণীকৃত ঋণ/লীজ হতে আদায়ের লক্ষ্যে কঠোর তদারকির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
- অর্থবছরে মোট আয়ের পরিমাণ ৪৫০.৯০ কোটি টাকা যা তৎপূর্ববর্তী অর্থবছরের চেয়ে ৪.২৯ শতাংশ বেশি।

- কর ও সঞ্চিতি পূর্ববর্তী মুনাফার পরিমাণ ২৭৬.১৩ কোটি টাকা।
- কর পরবর্তী নীট মুনাফার পরিমাণ দাড়ায় ৩৯.৭৯ কোটি টাকা।
- নীট মুনাফাসহ পুঞ্জিভূত আয়ের পরিমাণ দাড়ায় ৯৭ কোটি টাকা।
- প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সাধারণ সভায় পুঞ্জিভূত আয় হতে মোট ৭০ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারকেল ভ্যাংশ প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যার মধ্যেঃ
    - নগদ লভ্যাংশ ২০ কোটিটাকা; এবং
    - বোনাস শেয়ার ৫০ কোটিটাকা।
- বছর শেষে ইডকলের পরিশোধিত মূলধন ৫০০ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়।
- ২০১৬ অর্থবছরে ইডকল আয়কর বাবদ ১১৪ কোটি টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করেছে। এ যাবত ইডকল আয়কর এবং নগদ লভ্যাংশ বাবদ মোট ৭৮৭ কোটি টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করেছে।

ইডকলের সাম্প্রতিক অন্যান্য অর্জনসমূহ নিম্নরূপ:

- ইডকল এর সার্বিক তদারকীর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রণালয়ের TR/KABITA প্রকল্পের আওতায় নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন।
- বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB), ইডকলকে ৫২৬ মিলিয়ন ডলার ঋণ অনুমোদন করেছে টাকায় যার মূল্যমান প্রায় ৪,২৫২ কোটি টাকা।
- গ্রীনক্লাইমেটফান্ড (GCF) এর অধীনে সরাসরি অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশের একমাত্র 'জাতীয় বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান(National Implementing Entity)' হিসেবে স্বীকৃতি।
- বাংলাদেশের শিল্প-কারখানার ছাদগুলোতে সোলারসিস্টেম স্থাপনের কার্যক্রম শুরু।
- বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতের প্রথম পিপিপি প্রকল্প"Sandor Dialysis Services Bangladesh Private Limited" এ বিনিয়োগ যা ঢাকার ন্যাশনাল কিডনী ইন্সটিটিউট এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এ স্বল্প খরচে Dialysis সেবা দিয়ে যাচ্ছে।
- Non-Bank Financial Institution (NBFI) ক্যাটাগরীতে "ICMAB Best Corporate Award-2015" অর্জন ।
- Non-Bank Financial Institution (NBFI) ক্যাটাগরীতে"ICAB National Award For Best Presented Annual Report-2015" এবং"South Asian Federation of Accountants (SAFA) Award For Best Presented Annual Report-2015" অর্জন।
- Non-Bank Financial Institution (NBFI) ক্যাটাগরীতে ২০১৫ সালেসর্বোচ্চ আয়কর দাতা হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি।

২.২.৬ ইনফ্রাস্টাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটিশন কোম্পানী (আই আই এফ সি)

## কোম্পানীর পটভূমি

Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অধীনে প্রতিষ্ঠিত একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান। কোম্পানীজ আইন ১৯৯৪ এর ধারা ২৮ এর অধীনে একটি লিমিটেড বাই গ্যারান্টি কোম্পানী হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুরুতে প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল Infrastructure Investment Facilitation Center (IIFC)a ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করে Infrastructure Investment Facilitation Company ( IIFC) রাখা হয়। IIFC ২০০০ সালের জানুয়ারী মাস থেকে তার কার্যক্রম শুরু করে। IIFC বিশ্বব্যাংকের Private Sector Investment Development Project (PSIDP) এর অধীনে বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারী অংশগ্রহণ (পিপিপি) ত্বরান্বিত এবং উৎসাহিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোম্পানির কার্যক্রমের প্রারম্ভিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ সরকার, ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (IDA), UK’র ডির্পাটমেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (DFID), এবং কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (CIDA) দ্বারা অর্থায়ন করা হয়েছিলaCIDA, DFID, বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়ন যথাক্রমে ডিসেম্বর ২০০৩, মে ২০০৪, ২০০৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এবং মার্চ ২০০৭ সালে শেষ হয়েছে। এপ্রিল ২০০৭ থেকে IIFC স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সত্তা হিসেবে তার কার্যক্রম চালিয়ে আসছে।

## পরিচালনা পরিষদ

কোম্পানীর সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ আছে। IIFC’র সামগ্রিক নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহনের দায়িত্ব পরিচালনা পরিষদের উপর ন্যস্ত। তিনজন পরিচালক সরকারের পক্ষ থেকে ও তিনজন পরিচালক বেসরকারী খাত থেকে নিযুক্ত হয়েছেন এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদাধিকার বলে বোর্ডের একজন সদস্য। পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানীর নীতি নির্দেশাবলী প্রণয়ন করে। IIFC স্বাধীনভাবে দৈনন্দিন সকল কার্যক্রম পরিচালণা করে আসছে। eZ©gv‡b A_©bxwZK m¤úK© wefv‡Mi mwPe Rbve K\Rxk wdKiy A\Rg A\BA\BGdwmn Gi †Pqvig¨vb Ges Rbve †Mjyg ûmBb mv‡eK mwPe Ges †Pqvig¨vb Gb we Avi A\BA\BGdwmn Gi g¨v‡bwRs WvB‡i±i wn‡m‡e `vwqZ¡cvj b Ki‡Qb|

## উদ্দেশ্য

আই আই এফ সি এর প্রাথমিক লক্ষ্য হল অবকাঠামো খাতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে সহজতর করা। এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কর্মকান্ডগুলো IIFC’র মূল উদ্দেশ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে:

১. বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে বেসরকারী বিনিয়োগ এবং সকল প্রকার সরকারী-বেসরকারী-যৌথ বিনিয়োগ কে অনুপ্রাণিত করা, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া;

২. বাংলাদেশের সরকারের মন্ত্রণালয়সমূহ এবং অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহকে অবকাঠামোগত প্রকল্প নির্ণয় ও বাছাই করা, প্রস্তুত ও পর্যালোচনা করা এবং বাস্তবায়ন করার জন্য সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;

৩. অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহে বেসরকারী খাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য দেশে ও বিদেশে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সম্ভাবনা সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদান করা;এবং

৪. অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৌশলী পরামর্শ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারী খাতকে বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত করা।

## অর্থনীতিতে IIFC এর ভূমিকা

IIFC বিভিন্নভাবে দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। যেমনঃ

১. সক্ষমতা তৈরী ও পরামর্শমূলক সহায়তা প্রদান

২. আন্ত র্জাতিক Consultancy Assignment এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন

কর্মসংস্থান

১. কর প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অবদান

২. আন্তর্জাতিক মানের বিশেষজ্ঞ তৈরী

৩. সরকারের নিজস্ব পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে

## ৩.২ IIFC এর বর্তমান Project

IIFCদেশে বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরামর্শক হিসাবে কাজ করছে। বর্তমানে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম দেয়া হলোঃ

1. Institutional and Capacity Needs Assessment Study of BAPEX, an enterprise of Petrobangla
2. Building Design Consultancy of Payra Port
3. Feasibility Study of Akhaura to Sylhet Dual Guage Railway Track
4. Skills for Employment Investment Program Project (SEIP), Ministry of Finance
5. Pre-Feasibility Study of Dhaka SEZ & Mirersarai-2 EZ, BEZA
6. Feasibility Study of education of Textile & DoT
7. Feasibility Study of Gas Transmission Pipeline,Power Sector, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources
8. Feasibility Study of EDC Project, Ministry of ICT
9. Reform of BPDB as a Holding Company
10. Dhaka Chittagong Expressway Public Private Partnership Design Project -2, Roads & Highway
11. Nigerian Postal Services (Nipost) Financial Inclusion (PPP) Project, Nigeria
12. Management Consultancy Services to North West Power Generation Company Ltd., JICA funded Project.

বর্তমানে IIFC নিয়মিতভাবে Public Private Partnership (PPP) এর উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এতে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহন করে আসছে। যা PPP বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।